সুবন্ধু ঃ— যে কবি সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পূর্ণতার পথে নিয়ে গেছেন তিনি মহাকবি সুবন্ধু। তাঁর রচিত গদ্যকাব্য বাসবদত্তা। সংস্কৃত কাব্য রসিকদের কাছে বাসবদত্তা এক সময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। বাণভট্ট, তাঁর হর্ষচরিতে পূর্বসূরীর কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বলেছেন— *'কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া'।* বাণভট্ট তাঁর কথাকাব্য কাদম্বরীকে 'অতিদ্বয়ীকথা' বলে উল্লেখ করেছেন। সমালোচকগণ মনে করেন এই কথাদ্বয় হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা।

বাক্‌পতিরাজের গৌড়বহে ভাস-কালিদাস-হরিচন্দ্রের সাথে, মাঘের শ্রীকণ্ঠচরিতে মেণ্ঠ -ভারবি-বাণের সঙ্গে সুবন্ধুর নাম উল্লিখিত হয়েছে। আলঙ্কারিক বামন তার কাব্যালঙ্কারে সুবন্ধুর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন— *'ন্যায়স্থিতিমিব উদ্যোতকরস্বরূপাম্ বুদ্ধসঙ্গাতিমিবালঙ্কারভাষিতাম্'।* সুবন্ধুর এই রচনা থেকে অনেকে মনে করেন যে সুবন্ধু উদ্যোত কার এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ধর্মকীর্তি

রচিত বুদ্ধসঙ্গতির উল্লেখ করেছেন। ফলে যষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুবন্ধু আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়।

বাসবদত্তার নায়ক কন্দর্পকেতুকে দেখে বাসবদত্তার অবস্থা কবি যেভবে বর্ণনা করেছেন তার সাথে ভবভূতির 'মালবীমাধব' প্রকরণের অংশবিশেষের সাদৃশ্য থেকে সমালোচকগণ মনে করেন সুবন্ধু ও ভবভূতির মধ্যে একটা পৌর্বাপর্য সম্পর্ক রয়েছে। এ যদি সত্য হয়, তবে সুবন্ধু কোন অবস্থাতে সপ্তম শতকের মধ্যবর্তী হতে পারে না।

বাসবদত্তার আখ্যানে দেখা যায় রাজা চিন্তামনির পুত্র কন্দর্পকেতু স্বপ্নে পরমাসুন্দরী এক কন্যাকে দেখে তাঁর অনুসন্ধানে বন্ধু মকরন্দের সাথে গৃহত্যাগ করেন। এক শুক দম্পতির কথার অনুসরণে নায়ক কুসুমপুরে উপস্থিত হন। সেখানে ঘটনা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজা শৃঙ্গার শেখরের কন্যা বাসবদত্তার সাথে কন্দর্পকেতু মিলিত হন। আখ্যানে মুখ্য কাহিনীর সমান্তরালভাবে মকরন্দ ও তমালিকার প্রেম কাহিনীও এগিয়েছে।

বাসবদত্তা কবি সুবন্ধুর মানসী প্রতিমা। শব্দভাণ্ডার, ভাববর্ণন, অলঙ্কার পরিপাটি সমৃদ্ধ বাসবদত্তা নিঃসন্দেহে এক উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য। পরবর্তী গদ্য কবি বিশেষতঃ বাণভট্টের রচনায় গল্পের গলিপথে পাঠকের যেমন একটা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সুবন্ধু বাসবদত্তায় সেদিক থেকে যথেষ্ট সতর্ক। তাঁর বাচনভঙ্গী যেমন সহজ, ভাষাও তেমনি প্রাঞ্জল। নগর-পর্বত, কন্দর্পকেতুর স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রভৃতি ব্যাপারে কবির বর্ণনা শক্তি প্রশংসনীয় হলেও দীর্ঘায়িত বর্ণনায় অনেকসময় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হয়। দণ্ডীর কাব্যে যে হাস্যরসের অবতারণা দেখা যায়, সুবন্ধুর রচনায় তা কিছুটা অনুপস্থিত। আখ্যানভাগে কবি নিঃসন্দেহে নব উন্মেশশালিনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শ্লেষ ও বিরোধাভাস অলঙ্কারের প্রাচুর্য কাব্যপাঠের আনন্দকে মাঝে মধ্যে বিঘ্নিত করেছে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত এবং দে সুবন্ধু এবং বাণভট্টের রচনা রীতির তুলনামূলকভাবে আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রাণিধানযোগ্য— "The extreme excellence, as well as the extreme defect, of the literary tendency, which both of them represent in their individual way, are however, better mirrored in Bana's works, which reach the utmost limit of the peculiar type of the sanskrit prose narrative."

বাণভট্ট ঃ—সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের রাজাধিরাজ মহাকবি বাণভট্ট। বাৎস্যগোত্রীয় চিত্রভানু ও রাজদেবীর পুত্র বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' এই দুই গদ্যকাব্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যের